RUPMATHI

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED
MATERIAL

রূপমতী

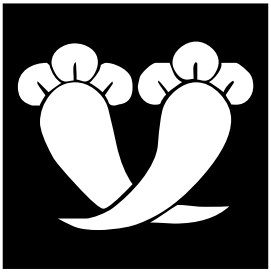

গার্গী ভট্টাচার্য

হারিয়ে যাওয়া বান্ধবী,

সুজাতা গুহকে !!!

"The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking."

– **Albert Einstein**

প্যানোরমা ডকুমেন্টারি, বাংলাদেশ- এই চ্যানেলের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ । তাদের তথ্যবহুল ও ইউনিক্ সমস্ত ভিডিও দেখে দেখে, আমি মানবজীবনের, জমিনের - গভীরতার হদিস্ পেয়েছি । পেয়েছি নানান তথ্য ও জেনেছি তত্ত্ব । অনেক চরিত্র এই ভিডিও দেখে তৈরি করেছি । অনেক তথ্য ও তত্ত্ব ব্যবহার করেছি আমার গল্পে । এর জন্য আমি ওঁদের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী ।

আমি আদতে বাংলাদেশের মেয়ে । ঢাকা আমার পৈত্রিক ভিটে । এমন লাবণ্যে ভরা আমার বাপ্‌দাদার ভিটে- তা আমি জানতাম না । প্যানোরমার কল্যাণে জানতে পেরেছি আর মুগ্ধ হয়েছি ।

ধন্যবাদ । ধন্যবাদ । ধন্যবাদ ।

রূপমতী

একটা মৃত্যু সমস্ত মানুষকে পাথর করে দিয়েছে । এক বিদেশিনীর মৃত্যু ! ভদ্রমহিলা এসেছিলো সুদূর ভারত থেকে এক নীল মানুষের সাথে । এই দেশ ; নীল মানবের দেশ । এর নাম ইথার । এই ইথার দেশের এক যুবক রীতিমতন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপণ দিয়ে এক মহিলাকে এখানে নিয়ে আসে ও শুভ বিবাহ করে । সেই মহিলার আচম্‌কা মৃত্যু হয়েছে । ওর পতিদেবের ফার্ম হাউজে গিয়ে কেউ এই একাকিনী রমণীকে মেরে ফেলেছে ।

আগে শোনা গেলো যে হঠাৎ হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে মৃত্যু । হার্ট খুব নরম অঙ্গ । কখন বিমুখ হয় আগে থেকে বোঝা ভার । তাই লোকে ভাবলো যে হার্টের অসুখ না থাকলেও হয়ত কোনো গুপ্ত কারণে হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়েছে । অবশ্যি কিছু পরে জানা গেলো যে ময়না তদন্ত হচ্ছে

কারণ মৃত্যু নাকি অস্বাভাবিক । বাড়ির সামনে, বৃষ্টির জমা জলে ডুবে গিয়ে মারা গেছে এই ভারতের কন্যা ।

নামটা বলেই দিই । ওর নাম তৃতীয়া । তৃতীয়া রাজপুরোহিত। **সংক্ষেপে তৃ কিংবা ত্রি ।**

তৃতীয়ার জীবনটা ভারি অদ্ভুত । শহর থেকে লোকে মহানগরে যায় আর গ্রাম থেকে শহরে । কিন্তু সে গেলো শহর থেকে গ্রামে । এক গ্রামীণ কলেজে পড়াশোনা করলো । আসলে তার বাবা নিজের গ্রামে ভোটে দাঁড়ালো । কাউন্সিলার হবে । তাই সপরিবারে চলে গেলো নিজের ভিটেয় । সঙ্গে গেলো তৃতীয়া । সেখানে স্কুল, কলেজে ভর্ত্তি হলো । কিন্তু তার ভাই শহরেই থেকে গেলো । ও দাদাভাই বলতো । তার দাদাভাই শহরে কাজ করতে লাগলো । মুখে বললো :: হরিবেল ! ওসব গেঁয়ো ভূতের আড্ডাখানা । লাইট, ফ্যান চলেনা । কাদা ভরা রাস্তা । আমি বাপু ওখানে যাবোনা ।

মেয়েটি লেখাপড়ায় মন্দ ছিলো না । তবে নিজের বিষয় হিসেবে বেছে নেয় ফার্ম ম্যানেজমেন্ট । তাই গ্রামেই বাস করতে শুরু করে । স্নাতক হবার পরে সে ওদের

অঞ্চলের জমিদার পরিবারের হয়ে কাজ করতে শুরু করে । জমিদারি নেই তবে ঠাঁট বাট তো আছেই !

সেই বংশের এক পুরুষ যার লম্পট হিসেবে সুনাম সরি বদনাম ছিলো তার নজরে পড়ে যায় ।

ত্রির গায়ের রং বাদামী আর মুখশ্রী খুব সুন্দর । যেন কোনো কিন্নরী সে !! তবে শ্বেতির কবলে পড়ে পুরো গা ও হাত-পা ইত্যাদি তার সাদা হয়ে যায় । এমন মসৃণভাবে চামড়ার রং বদলায় যে লোকে ওকে মেমসাহেব বলে ভুল করতে শুরু করে ।

এই চামড়ার রং-ই তাকে বিদেশে নিয়ে আসে ।

খবরের কাগজে একটা আজব বিজ্ঞাপণ দেখে সে দরখাস্ত দেয় আর পেয়ে যায় স্বপ্নের দেশে যাবার চাবিকাঠি ।

বিজ্ঞাপণটি ছিলো এইরকম ::::

গর্ভবতী যুবতী প্রয়োজন । একটি শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে হবে । পছন্দ হলে পরে শিশুর পিতার সাথে স্থায়ী সম্পর্কের সুযোগ ।

এমন আশ্চর্য অ্যাড দেখে ফোন করেই ফেলে, ত্রি । কারণ ততদিনে সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে , লম্পট জমিদার পুরুষের কারণে ।কৃষিবিদ্যায় পটু ও ক্ষেতের কাজ করা এই শহুরে মেয়েটিকে দেখেই মনে হয় মোমের শরীর তার । সাদা দেহ আর অপরূপ একটি কোমল মুখ । অসম্ভব সারল্য আর নিষ্পাপ চাহুনি । কমলালেবুর মতন ঠোঁট আর কোমড় অবধি লম্বা কালো চুল । দারুণ খোঁপার জালে জড়িয়েছে কেশরাশি !!! ঘায়েল হলেও ; নিম্ন বংশজাত এই মেয়েকে তো বিয়ে করবে না তাই ভোগ করেই ছেড়ে দিলো সেই কাপুরুষ । যদিও এই একমাত্র নারী যাকে সে সত্যি সত্যি কামনা করেছিলো । রাতপরী কিংবা রূপকথার পরী নয় যাকে শুধু ভোগ করার বাসনা জাগে । এহল এক রক্ত মাংসে গড়া মেয়ে, যাকে নিজের পাশে বসিয়ে গুরুজনের আশীর্বাদ নিতে মন চায় । তবুও সামাজিক মর্যাদা ও কূলপ্রথার চাপে পড়ে ওকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করে লম্পট মানুষটি । মধ্যবিত্ত সমাজে কুমারী মায়ের

সেরকম আদর নেই তাই নিজেকে শেষ করে দেবার কথা মনে এলেও শিশুর কথা ভেবে পারেনি । ঠিক তখনই এই অ্যাড চোখে পড়ে ।

ত্রির বাবা ওকে বলেছিলো যে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে-- তাই বলে হঠাৎ কোনোদিন এসে যেন বাড়িতে না বলে যে --আই অ্যাম প্রেগন্যান্ট !!

ত্রি বাসায় কিছুই জানায়নি । কেবল দুই বন্ধু জানতো ।

কাজেই এই বিজ্ঞাপণ দেখে খুবই খুশি হল । অন্ততঃ তার আত্মহত্যা করতে হবেনা । আর ঐ পক্ষকে সুখী করতে পারলে বিয়েও সম্ভব । নীল মানবের সমাজে সেক্স নিয়ে কোনো ট্যাবু নেই । অনেক কপোত কপোতীর নাতির বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু নিজেদের হয়না । তাই ওরা অযথা প্রেগন্যান্ট হলে মরতে আগ্রহী হয়না । ইচ্ছে হলে শিশুটিকে জন্ম দিতে আর সুস্থ উপায়ে মানুষ করতে সক্ষম ।

প্রতিটি সমাজের নিজের পজিটিভ আর নেগেটিভ দিক্ আছে । আজব অথচ নিজস্ব নিয়ম ও প্রথা আছে ।

তা ভালো না মন্দ তার বিচার, সময়ই একমাত্র করতে পারে । হয়ত কখনো- কারো না কারো কপালে সেই কুপ্রথাই এঁকে দেয় রাজতিলক !!!

গ্রামের জমিদারের পদবী ঠাকুর । কাজেই শিশুটি হবে আইনত: ঠাকুর । ত্রির বড় ইচ্ছে যে এই সন্তানকে যদি ঐ নীলমানব দত্তকও নেয় তবুও তার পদবী ঠাকুরই থাকবে । নাম যাহোক্ একটা দিয়ে দেবে ।

সেসব দেখা যাবে পরে- আগে লোকটিকে তো চোখের দেখা দেখুক !

যখন দেখলো ভালই লাগলো । নীল মানুষ । চুল সোনালী । তার কন্ডিশান হল এই যে তার সাত-আট বছরের ছেলেকে বুকের দুধের স্বাদ দিতে হবে । কারণ ওর মা বেঁচে থাকলেও কোনোদিন সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ দেওয়া হয়নি । এর কারণ হল- এই ইথার দেশে মনে করা হয় যে স্তন কেবলই স্তন । সেক্স অর্গ্যান । এর মালিকানা স্বামী বা বয়ফ্রেন্ডের । এগুলো ওদের খুশি করার জিনিস । সন্তান কখনো মায়ের স্তন ব্যবহার করতে পারেনা । এটা ওদের কাছে একধরণের অসভ্যতা । শিশুর জন্য ফিডিং বোতল রয়েছে । অথবা

ঝিনুক , স্ট্র কিংবা তুলোয় ভিজিয়ে অল্প অল্প করে মুখে দেবার কায়দা । মায়ের স্তন নিয়ে কামড়ানো এক ধরণের অশালীন ব্যাপার । কারণ ওটা বাবার জিনিস । বাবা ব্যবহার করবে, শিশু স্পর্শ করবে না । শিশুর জন্মের পর বাবার ভাগে শুধু কম পড়বে তাই নয় এটা করা অনুচিতও । যারা করে তারা অত্যন্ত কদর্য মনের মানুষ আর স্বার্থপর । একটা সদ্যজাত শিশুর নাম করে পুরুষকে তার পওনা থেকে বঞ্চিত করে ।

এই আজব নিয়মের কবলে পড়ে নীলমানুষের সন্তান, দুগ্ধ ঘূর্ণীতে পড়েনি কখনো । কোমল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দূর্বল হাতে মায়ের স্তন আঁকড়ে সে কোনোদিন ঘুমিয়ে পড়েনি । তাই ইথার দেশবাসী নীলমানুষ কিথ্ চেয়েছে নিজের বাচ্চাকে মাতৃদুগ্ধের স্বাদ দিতে । তাই দুধ কেনার বদলে এই ব্যবস্থা নিয়েছে । এই ঘটনা এথিক্যাল কিনা তাই নিয়ে ওর মাথা ব্যাথা নেই । অন্য রমণীর দুধ, মায়ের দুধ এর বদলে পান করানো উচিৎ কিনা তা পন্ডিতের মাথা ঘামানোর বিষয় । কিথের মনে হয়েছে একজন বাচ্চা হিসেবে তার বুকের দুধ চেখে দেখার অধিকার আছে --কারণ দুনিয়ায় প্রায় সবাই-ই তাদের সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায় আর শুধু তাই নয় শিশুর সঠিক গঠনের জন্যও এই শ্বেত

তরল খুবই দরকার ।এই ইথার দেশে, বেবী ফুডে ভেজালও মেলানো হয়ে থাকে যাতে করে অনেক শিশু মারা যায় তবুও তারা মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হয় । স্তন ; স্বামীর সম্পত্তি । সন্তান জন্মের পরে স্বামীকে আর বেশিদিন দূরে রাখা চলবে না বাচ্চার অজুহাতে ; তাই সেখানে হাসপাতালেও এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় ।

কিন্তু কিথের সমস্যা শুরু হয় এতে । তার বাচ্চা তো পুষ্টি পেলোনা ঠিকমতন- কারণ ওর পার্টনার এস্থার, তার ছেলেকে বুকের দুধ পান করায়নি- উপরন্তু সে এমন একটি জাদুকরী স্পর্শ থেকেও সারাটা জীবন দূরেই থাকবে । তাই প্রথমটা সময় মতন নাহলেও তাকে একবার বুকের দুধের স্বাদ পাওয়ানো কিথের নাকি কর্তব্য , বাবা হিসেবে ।

তাই এই অ্যাড দেওয়া আর ভারতের নারীদের ভালোলাগা । তারা সন্তানের জন্য কেন- সংসার ও পরিবারের জন্যও অনেক অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আর ওদের স্বামীরাও বেশিরভাগই এই ব্যাপারে কোনো নির্মম পদক্ষেপ নিয়ে, শিশুটির প্রতি জিঘাংসার দিকে যায়না ।

বেবী ফুডে ভেজালের কবলে অবশ্যি কিথের বাচ্চাকে পড়তে হয়নি । সে লাকি তাই । তবে একবার মায়ের নাহলেও মহিলার নিজস্ব দুগ্ধ, চেখে দেখাবে তাকে--- কিশোর হবার আগেই ! এটা তার বার্থ রাইট!!

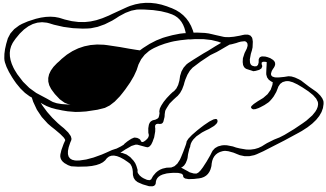

Information====

http://www.australianunity.com.au

Breast is best: advantages of breastfeeding

The evidence is conclusive: breast milk is the best nutrition you can offer your newborn. Breastfeeding offers tremendous health benefits to both mother and child. It is specially designed to cater for all your child's nutritional needs in the first six months of life. For maximum benefits, breastfeeding should be initiated soon after the birth of your child and should be maintained exclusively for six months, until weaning is initiated.

The advantages of colostrum

For the first 2-4 days of your baby's life, your breasts will secrete colostrum, a yellowish fluid rich in proteins. These valuable proteins are essential to the development of a healthy immune system.

- The protein is easily digested and absorbed by the body, especially by the rapidly developing brain.
- Colostrum provides factors that promote maturation of the gut and good digestion.
- Colostrum is the most superior and well-designed nutrition for your baby in the first few days of life.

Breast milk is nutritionally superior to formula.

তৃতীয়ার ; নিজের মেয়ের নাম রূপমতী । তার পদবী তৃতীয়ার ইচ্ছে অনুসারে ঠাকুর করা হলনা । তাকে দত্তক নিয়েছিলো কিথ্ । কিথের পুরো নাম কিথ্ মন্টে । ওকে আদর করে ত্রি ডাকতো মন্টু বলে । ও কিছু মনে করতো না । মন্টের নিজের ছেলে, যাকে দুগ্ধ পান করালো ত্রি , তাকে বনিথন নামে সবাই ডাকে । এই বনির জীবনে, স্তন এক নতুন অধ্যায় নিয়ে আসে । **বনিথন !--যেন কেউ এই হতভাগ্য শিশুটির নাম এক অজানা দিনের কথা ভেবে রেখেছিলো । কাকতলীয় বলা যায় ।**

বনিথন কোনোদিনই ত্রিকে তার মায়ের আসনে বসায় নি । কিশোর হলে, বাবার বাড়ি ছেড়েছে । বাবা তো ইন্ডিয়া থেকে এক মহিলাকে এনে বিয়ে করেছে । বনিথনের মা, এস্থারের সাথে যুগলবন্দী বাজালেও বিয়ে হয়নি কোনোদিন । আগে একসাথে ছিলো । পরে মানে বনিথনের আট বছর বয়সের পরে-- বাবা কিথ্ যখন ভারতের এই মহিলা- **ত্রিকে** বাড়িতে এনে তোলে ও বনিথনকে বুকের দুধ পান করায় তারপরেই মা এস্থার বাড়ি ছেড়ে চলে যায় । এক কাপড়ে । আর শুধু তাই নয়, বাইরে গিয়ে লোকমাধ্যমে ওর বাবার

বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে । ওর মা এস্থার ; একজন ফেমিনিস্ট । তার সুন্দর স্তন, সে কাকে নিবেদন করবে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার । কোনো বাবা জোর করে ; সেই বিভাজিকায় ভাগ না বসিয়ে--- তাকে জনসম্মুখে উন্মুক্ত করে, শিশুর মুখে চালান করতে পারেনা । এহল মহিলাদের ছোট করা আর গুরুত্ব না দেবার এক চাল । অপ্সরা সেজে- ছল করে, ১টি পদ্মের মতন গঠনের দুই ফেনিল স্তন নিয়ে কী করবে তা স্থির করবে নারীরাই ।এটি তাদের একান্তই আপন জিনিস । বা অঙ্গ । তাই কিথের বিরুদ্ধে অপসংস্কৃতির অভিযোগ এনে, মহিলা মহলে বেশ শোরগোল তুলে ফেলে এস্থার । অনেক পুরুষও তাকে সমর্থন করে । তারা এক একটা বাবা হলেও বলে যে স্ত্রী বা সঙ্গিনীর এই বিশেষ অঙ্গটিতে ; প্রকৃতি-গত ভাবে তাদের অধিকারই বেশি । আগে মূর্গী না ডিম এর মতন তর্কে গেলে ওরা বলে যে আগে স্তন তারপর শিশু । মিডিয়া এইসব নিয়ে উত্তাল । এখন তো কম্পিউটারে মিডিয়া রয়েছে । ওয়েবসাইট , ভ্লগ, ভিডিও । বাসায় মেশিন থাকলেই হয় !! কাজেই ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ে সহজেই ।

এরপরে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে, নিজের এই সাথীকে নিয়ে যায়- বাবা কিথ্ । সেখানে শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয় **ত্রি** । তাকে রীতিমতন

মারধোর করা হয় । আর এরপরেই কিথ্ ওর দীর্ঘদিনের পার্টনার এস্থারকে বিদায় করে, ত্রিকে বিয়ে করে আর পত্নীর মর্যাদা দেয় ।

ত্রি ; খুশি হয় । ওর মেয়ে রূপমতী একজন বাবাকে পেয়েছে । ওর নিজের বাবা , বায়োলজিক্যাল পিতা হয়ত লম্পট কিন্তু বংশ তো অনেক বড় । কাজেই বাবার ছায়া বা ছাতা কোনোদিনই পাবেনা ভেবে দু:খ হতো ত্রি-র । কিন্তু সেই কষ্ট বিদায় নিয়েছে । কেবল রূপমতীর পদবী রাখতে হয়েছে মন্টে । ঠাকুর রাখা যায়নি কারণ **কিথ্ মন্টে** ওকে দত্তক নিয়েছে ।

নিজের মেয়ে রূপমতীর সাথেই- বুকের দুধ পান করিয়েছে বনিথন-কেও । তবুও ত্রিকে দুচক্ষে দেখতে পারেনা সে । লোকসমক্ষে ওকে খুব অপমান করে । ব্ল্যাকি , ডার্টি হিন্ডু বলে । বলে , ও আমার বাবার রক্ষিতা ছিলো । আগে বাবা ওকে সেক্স করার জন্য রাখে আর পরে ও ব্ল্যাক ম্যাজিক করে বাবাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে । কিন্তু আমি ওকে নিজের স্টেপ মাদারও বলিনা । আর আমার তো মা রয়েছে ।

আমাকে স্টেপ দিয়ে উঠে কোনো মায়ের কাছে পৌঁছোতে হবেনা।

এস্থার চটেছে কারণ অন্য মহিলার দুগ্ধ পান করিয়েছে তার ছেলেকে সেজন্য। তবে সে কিথকে ছেড়ে গেলেও সময় অসময় , সুখে দু:খে কিথের পরামর্শ নিয়েছে আর ধীরে ধীরে কিথ্ও তার কাছে আবার ফিরে গেছে। আসলে বহুদিনের প্রেম ছিলো আগে। এস্থার ওকেই প্রথম ডেট্ করেছে আর ও একমাত্র পুরুষ যাকে দেহ দিয়েছে। চুমু খেয়েছে। তাই হয়ত একেবারে ছেড়ে যেতে দ্বিধা বোধ করেছে। তবে হৃদয়ে আঘাত লেগেছে বলেই, পাবলিক্লি ওকে হেনস্থা করেছে। কারণ এস্থার জীবিত থাকতে- সে এক থার্ড ওয়ার্ল্ডের মেয়েকে এনে, ছেলেকে মাতৃদুগ্ধ বলে- দুধ পান করিয়েছে আর উটকো এই মহিলাকে এস্থারের বিছানায় শুতে দিয়েছে। তাই এস্থার প্রতিশোধ নিয়েছে। সুখে-দু:খে একসাথে থাকার শপথ নিলেও কিথ্ ছলনা করে ওকে সরিয়ে দিয়েছে। অন্য মহিলাকে ওর গাউন আর জুতো পরতে দিয়েছে। এমনকি ফার্ম হাউজের নরম বিছানায় ও শুয়েছে পর্যন্ত ----!!! এই কি যথেষ্ট নয় ?

রূপমতী বা শর্টে রু , বনিথনের চেয়ে পাক্কা ৯বছরের ছোট । নিজের একমাত্র সৎ বোনকে দুচক্ষে দেখতে পারেনা বনিথন । কথাও বলেনা । রূপমতী কিন্তু ওকে নিজের বড় ভাইয়ের আসনেই বসিয়েছে ।

কিথের সাথে দেখা হলে- কোনোদিন সে রুর কথা জানতে চায়নি । রু কিন্তু তার পালিত বাবার কাছে সবসময় বনিথনের খোঁজ নিতো । বলতো , মাথার ওপরে একজন দাদা থাকা ভালো । বোনকে রক্ষা করে, নির্মম দুনিয়ার কাছ থেকে ।

রু , তার মায়ের মতন এত লেখাপড়া করেনি । সে মাস্টার্স্ কেন গ্র্যাজুয়েটও নয় ! তার কিছু শর্ট কোর্স করা আছে । আঠারো বছর বয়স থেকে কাজ করে ।

মা তাকে স্বাবলম্বী করেছে । সে রান্না পারে, ক্লিনিং, ড্রাইভিং , হাতের কাজ , সেলাই, পয়সা রোজগার করা আর অবসরে পুতুল বানানো । কাপড় দিয়ে, মোম দিয়ে এমনকি কেক দিয়েও । এটা ওর এনার্জি বাড়ানোর উপায় আর কি ! নিজের ক্লান্তি কাটানো-- একভাবে, একঘেয়ে জীবনের । মায়ের কাছে শুনেছে যে সে আসলে খুব বড় বংশের সন্তান ।

ভারত ওর মাতৃভূমি । ওর বাবা একজন ঠাকুর , জমিদার । খুব ভালো লোকেশানে ওদের মহল আর চাকর-বাকরে ভরা সংসার । গাড়ি, ঘোড়া সব আছে । কিন্তু সেখানে আর ফিরে যাওয়া যাবেনা ।

রূ ; তবুও স্বপ্ন দেখে একদিন নিজের বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে । কিথকেও সে খুবই ভালোবাসে । কিথ্ না থাকলে নাকি মা তাকে জন্মই দিতে পারতো না । ভারতের সমাজ রক্ষণশীল । ওখানে অবিবাহিতা মায়ের

কোনো সম্মান নেই । বিবিধ আচার বিচারে বাঁধা- ওদের জগৎ । কাজেই কিথের কল্যাণেই সে এই জগতে এসেছে । ধরিত্রীর স্পর্শ পেয়েছে ; তারই কৃপায় । সেজন্য কিথকে সে ভালোবাসে আর বিশেষ সম্মান দেয় । কিথ্ কিন্তু খুবই দরদী আর কেয়ারিং । রূ আর ত্রির সমস্ত রকমের খেয়াল রাখে । দয়ালু বলে ওর অবশ্য নাম আছে । কমিউনিটির লোকেরা ওকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় ও পছন্দ করে । এই কোটি কোটি জীব এর দুনিয়ায়, সবার তো সবাইকে ভালোলাগে না , লাগা সম্ভব নয় কিন্তু কিথের প্রতি প্রায় সবাই নরম । ওকে সবাই ভালোবাসে । অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া , সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া এইসবের জন্য সে নাম কুড়িয়েছে । এক চৈনিক মেয়ে, ইথার দেশে পড়তে আসে । কিন্তু উচ্চশিক্ষা নিতে অক্ষম -- কারণ ফল ভালো করলেও এইসব শিক্ষা নিতে গেলে অনেক টাকা লাগে । সে একটি বারে কাজ নেয় । উপরি আয়ের জন্য

দিবারাত্রি খাটতে শুরু করে । কিথ্ সেই বারে মদ্যপানের সময় ওকে দেখতো । অন্য কোনো কর্মীর সাথে আলোচনার সময়, একদিন শুনে ফেলে ওর গোপন কথা । এরপরে কিথ্ আর সেই বারে যায়নি । যদি মেয়েটি ; যার নাম জোয়ানা লিং --লজ্জা পায় তাই জন্য । আসলে জোয়ানা লিংয়ের নামে নগদ কয়েক হাজার ডলার তখন পৌঁছে গেছে ঐ বারের ঠিকানায় । কিথ্ এরকমই । লোকে বলে---কিথ্ ইজ ভেরি কাইন্ড । আর জেন্টেল । রূকে খুব ভালো করে সভ্যতা , ভদ্রতা শিখিয়েছে । বলেছে , এমন আচরণ করবে না যাতে লোকে তোমাকে ব্যঙ্গ করতে পারে । মানুষ চিরদিন থাকে না আবার কেউ মরেও না । তার কর্ম, স্বভাব , আচার ব্যবহারের মধ্যে সে বেঁচে থাকে । এমন কিছু করবে আর মেনে চলবে যাতে তোমার চলে যাবার পরেও লোকে তোমাকে মনে রাখে , তোমার স্মৃতিচারণ করে আনন্দ পায় । তোমাকে খুব মিস্ করে ; **আপদ গেছে ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস না ফেলে ।**

*****

রূপমতী ভারি ভালো মেয়ে । সাজতে জানে । আচার, ব্যবহার ভালো । ওর রুচি আর আভিজাত্যের জন্য লোকে ওকে ভালোবাসে । কেবল খুব ক্রুর কেউ কেউ ওকে অ্যাভয়েড করে । সে তাদের নিজেদেরই লস্ ।

পরিষ্কার মনের মেয়ের সন্ধান সবাই পায়না । তাই অনেকে, নারী জাতিকে ম্যানিপুলেটিভ্ ও কুটিলা মনে করে । রূপমতীর দেখা যারা পেয়েছে ; তারা ওর মমত্বের ছায়ায় নিজেদের তাঁবু গেড়েছে । স্বজন, পরিজন , বন্ধুদের জন্য প্রাণ দিতে পারে মেয়েটি । আর সবাই প্রায় একবাক্য বলে :: ইউ হ্যাভ আ ভেরি গুড্ টেস্ট, ডার্লিং !!!

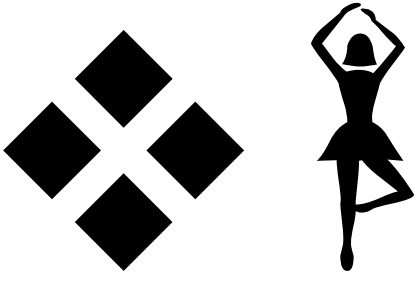

মায়ের মৃত্যুর পরে মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধে রূয়ের । নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা মা ; কী করে এমন হঠাৎ চলে গেলো ? স্বল্প আহার , পুষ্টিকর খাবার খাওয়া , হম্টন , প্রকৃতির মাঝে যোগ ব্যায়াম করা ওর মা ; কেন এইভাবে অসুখের কবলে পড়বে ?

এ হতেই পারেনা । নিশ্চয়ই কোনো না কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে । আবার অনেকে বলছে যে ওর মা ওদের ফার্ম হাউজের লনে জমে থাকা বৃষ্টির জলে ডুবে গেছে । কিন্তু এত অল্প জলে কেউ কী করে ডুবে যেতে পারে রূ জানেনা । আচ্ছা , মা যে চলে গেলো এরপরে আর কোনোদিন সে মাকে নিয়ে ওর বাবা , ঠাকুর পরিবারের সেই অদেখা পুরুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারবে ? প্রমাণ কী যে ও তার ঔরসজাত সন্তান ?

ওর দুগ্ধবতী হতে চলা মা , ওকে গর্ভে নিয়েই বিদেশে আসে । এই ইথার দেশে ওর জন্ম হয় । ওকে কিথ্

মন্টে দত্তক নেয় । এগুলো সবই সত্য । কিন্তু সেই কাপুরুষকে সে তো চেনেনা । এগুলো গিয়ে বললে কেইবা বিশ্বাস করবে ? আর কিথ্ কোনোদিনই ওখানে যাবেনা । কিথ্ মন্টে বলে :: একবার গিয়েছি, ব্যস্ । খুব কেওটিক্ দেশ । বেশির ভাগ লোকই ফ্রাস্টেটেড্ । সিনেমাগুলো একই ধরণের । নাচ আর গানে ভর্ত্তি । সিনেমা না ডান্স ড্রামা বোঝা দায় । আর ভাবতে পারো, গলা পুড়িয়ে দেয় এমন সব খাবার খেতে অভ্যস্থ ওরা । রেগুলার বেসিসে ।এবার গেলে যদি তোমার মাকে ভাগানোর অভিযোগ তুলে ঠাকুর সাহেব, আমাকে প্রিজনে ভরে দেয়-- তাহলে আমি থার্ড ওয়ার্ল্ডের জেলে, পচে মরবো । ওখান থেকে কেউ আমাকে বার করতে পারবে না, আমার নির্দোষ হবার ব্যাপারটা প্রমাণ করে ।

কাজেই রূপমতীরও আর যাওয়া হবেনা ।

ইথার দেশে, রূয়ের এক বয়ফ্রেন্ড আছে । বেজায় মোটা । ওর নামও মটু সিং । ভারতের লোক । পাঞ্জাবী । বিদেশে এসে, হোটেল খুলে বসেছে । সাথে গ্রসারি স্টোর । এশিয়ার পিলি নাটস্ থেকে চিংড়ির চপ্ আবার লাচ্ছা পরোটা থেকে শুরু করে তন্দুরি চিকেন আর বর্মার তাজা ইলিশ সবই পাওয়া যায় মটু সিং এর

দোকানে । আসলে মটু সিং আগে ওদের বাড়ি পেয়িং গেস্ট থাকতো । পরে নিজের মাইক্রো অ্যাপার্টমেন্টে চলে যায় । ও নিজের হোটেলে সবকিছু ডাউন সাইজিং করতে চায় তাই ওকে রু বলে যে নিজের দিকে তাকাও । আগে নিজের দেহকে ডাউন সাইজ করো নাহলে নানান ব্যাধি বাসা বাঁধবে তোমার দেহে । মটু সিং অবশ্য বলে যে তোমার মায়ের বরের নাম মন্টু আর আমি মটু । তোমার বর । আজব মিল তাইনা ? মুখটা বেঁকিয়ে রূপমতী বলে ওঠে , হ্যাঁ - হ্যাঁ ,তোমাকে আমার বিয়ে করতে বয়েই গেছে । তুমি অসম্ভব কদাকার ।

মটু ; দুখী দুখী মুখ করে বলে- একটা এক্সারসাইজ জানি । কিন্তু সেটা যুগলে করতে হয় । সেটা রোজ করলে বহুৎ ফ্যাট গলে যায় । কিন্তু তার জন্য বিয়েটা আগে করতে হবে ।

রু আর কথা বাড়ায়না । সত্যি মটু হয়ত মোটা , অসম্ভব স্থুলকায় কিন্তু ওর মনটা খুব নরম ও স্মার্ট । স্মার্ট থিংকিং করতে পারে আর দিল দরিয়া । এত জেনেরাস্ ওর পালক পিতা কিথ্ও হয়ত নয় ।

তাই একটু দুষ্টু হেসে বলে ওঠে , মেয়েদের মন হয় মানোনা ,তাই না ? তাদের সবসময় রূপ আর ফিগারে রিডিউস্ করতে চাও । তুমি চর্বি না কমালে, ঐ

ব্যায়াম করতে গিয়ে আমি পটল তুলবো । এই ৫০ কিলো দেহে, আমি এত ওজন সইবো কী করে ? আমি তো সাধারণ এক মেয়ে । ওয়েটলিফ্টার নই ।

পরবর্ত্তী জীবনে ;এই পৃথুল মটু-ই সাহায্য করলো , রূপমতীকে ।

ওর মায়ের অকাল প্রয়াণে ভেঙে পড়ে রূ । মায়ের শ্বেতি ছিলো । তাই লোকে মেমসাহেব বলতো । রূয়ের গায়ের রং বাদামী । গমের মতন । ওর মুখ আর চোয়ালের হাড়ের গঠণ দেখে, ওর মা ওকে বলতো মডেল হতে । হয়ত সাব-কনশাস্ মনে নিজেকে বাতিল মনে করতো । চর্মরোগের জন্য । তাই মেয়েকে মডেল সাজিয়ে, নিজের বেদনা ভুলতে চাইতো । তৃতীয়া ; একজন অসামান্যা নারী যার কন্যা সফল মডেল রূপমতী । চর্মরোগের জন্য ত্রি ; ত্যাগ করার কোনো বস্তু নয় । কেউ ওকে ফেলতে পারবে না ।

রূয়ের ; কোনোদিনই ইচ্ছে ছিলো না-- সাজগোজ করে, লোকের সামনে গিয়ে হাত-পা নাড়ানো । বহুভোগ্যা হওয়ার । ওর নগ্ন দেহ দেখে দেখে ; সমস্ত উঠতি বয়সের ছেলেরা মাস্টার্বেট করবে । ও চায়না--

বাজারে, নিজের সমস্ত কিছুকে পণ্য করার । তবুও মায়ের কথা ভেবে একপ্রকার মেনেও নিতো কিন্তু সেই মা-ই হঠাৎ চলে গেলো । সুস্থ সবল মা তার ।

মটু সিং ওকে বলেছে যে সেও অবাক ।ওর বাবা কিথ্‌কে সন্দেহ করেছে মটু । কিথ্‌ মন্টে ; পাহাড় দেশের আদি মানুষ হলেও (মাউন্টেন) নাকি ইহুদি । আর ইহুদিরা অসম্ভব ক্লেভার মানে চতুর হয় । তাদের নাগাল পাওয়া মুস্কিল ।

রহস্য ভেদে সাহায্য করতে আগ্রহী মটু , প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগানোর পরামর্শ দেয় । পরে গোয়েন্দা **লোবো আবাবা** রিপোর্ট দেয় যে সুস্থ , সবল-- ত্রির অকাল মৃত্যুর কারণ নাকি তার সৎ পুত্র । স্বামীর পুত্র বনিথন । বনিথন , লোক লাগিয়ে ওকে মেরে-- জলে ডুবিয়ে দেয় । তার আগে হার্ড ড্রাগ্‌স দেওয়া হয় । কিন্তু খুনের মোটিভ হিসেবে কেবল সৎমা হওয়া এই ব্যাপারটা বা নিজের জন্মদাত্রীর ঘর ভাঙাকে দায়ী করা ঠিক লজিক্যাল নয় । তাই মোটিভ বার করা গেলো না। আসলে শার্লক হোম্‌স হলে হয়ত পারতেন । কিন্তু পাড়ার গোয়েন্দা লোবো আবিবা ; এই রহস্য ভেদে ১০০

ভাগ সফল হলনা । লোবো আবার আগে আর্মিতে ছিলো । ভীতু বলে, ওকে সেখান থেকে তাড়ানো হয় । কমব্যাটের উপযুক্ত নয় সে । আর্মি মেসে কাজ করতো। পরে কাজ ছেড়ে দেয় ।

****

এই অধ্যায়ে যেহেতু লেখকই খুনী আবার লেখকই গোয়েন্দা তাই আমরা শার্লক হোমস্ না এলেও জানতে পারি যে খুনের মোটিভ হল স্তন্যপান । স্তন্যপায়ী জীবের শিশুকে, বুকের অমৃত পান করানোর অপরাধে অপরাধী নিজের বাবা । কিন্তু পিতৃহত্যা করার চেয়ে অভাগিনী এক বিদেশিনীকে মারাই শ্রেয় । সে কেন ঐ অ্যাড দেখে জবাব দেয় আর বিদেশে পালিয়ে আসে, নিজের জারজ সন্তানের জন্ম দেবে বলে ; তাই তো ওর বাবা ওকে মাতৃদুগ্ধের জায়গায় এই ডার্টি , Ghetto থেকে উঠে আসা রমণীর বুকের, কর্দমাক্ত ; কালো জল পান করালো । **বনিথনের যেন মনে হল তৃতীয়ার দুধ-- কালো রংয়ে । কালো নারী তো কালো দুধই দেবে ! নয় কি ?**

বনিথনের স্তন্যপান পর্বের পরে --ওর সারাটা দেহ আর মন, বিষে ছেয়ে গেলো । ওকে ; ওদের সমাজে অচ্ছ্যুৎ করে দিলো এর জন্য ,ওর বন্ধুরা । পরিবার । কেউ ওর সাথে মেশেনা । ও অচেনা নারীর, কালো দুধ খেয়েছে । না জানি কী রোগ ওর দেহে বাসা বেঁধেছে । বাতাসে ভাসে এসব তত্ত্ব ও তথ্য ।

কিথ্ ও একধরণের একঘরে । সামাজিক ভাবে । তবে ওর পয়সা আছে ; তাই সমাজের রীতিনীতি সে ভঙ্গ করতে পারে । অন্য দেশে বেড়াতে যেতে পারে আর নিজের প্রাইভেট বোট নিয়ে, সময়-অসময়ে মাছ ধরতে আর বরফ ঢাকা প্রাঙ্গনে স্কি করতে- যেতে পারে । অর্থাৎ ও সমাজকে পাশ কাটিয়েও বেঁচে থাকতে পারে । অবসরে চার্চে যায় । চ্যারিটি করে । একটা গ্রামের দায়িত্ব নিয়েছে । ওদের হয়ে উন্নয়ন করে আর এগুলো ওর ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টায় করা । চার্চে অবশ্য ওকে বলে যে ও আন্-এথিক্যাল কাজ করেছে- শিশুকে, কিশোর বয়সে পরস্ত্রী মানে অন্যের দ্বারা গর্ভবতী করা মহিলার দুগ্ধ পান করিয়ে । আবার কিথের ধনসম্পদের ওপরে গীর্জা নির্ভরশীল । ভগ্ন চার্চে রং ঢেলেছে কিথ্ । ভাঙা সোপানে এসেছে শ্বেতপাথরের স্পর্শ । স্টেন

গ্লাসের বড় বড় জানালা বেয়ে মেঝেতে পড়েছে রং বেরং । বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করেছে । শৈল্পিক হয়ে উঠেছে

প্রাচীন মেঝে । ভাঙা দেওয়াল । আর গোটা কৃতিত্বই কিথ্ মন্টের । অনেকে রসিকতার ছলে বলেওছে :: ওহে ভায়া কিথ্, তোমার লাস্ট নেম হওয়া উচিৎ ছিলো মন্টে নয় চাচ্যান্টে ! চার্চে এত চ্যারিটি করো তুমি । নিজের ব্যাক্তিগত সম্পদ ঢেলে দিয়েছো এই পুরানো, ভাঙা গডের প্লে গ্রাউন্ডে ।

কিথ্ :সম্ভবতঃ কোনোদিনই জানবে না বনিথনের জিঘাংসার কথা । নৃশংসতার কাহিনী । জানলে কী করবে সে মটু সিং জানেনা । আর রূপমতীকে-ও বলে যে চুপ করে যেতে কারণ মা তো তার আর ফিরে আসবে না । শেষে না পালিত বাবা কিথ্কেও হারায় ।

দুনিয়ায় কত রহস্য আছে । জন্ম-মৃত্যু নিজেই তো এক মিস্ট্রি । তার সমাধান কে করেছে ? তবুও আমরা একের পর এক প্রজন্ম, কেমন লুটে পুটে নিচ্ছি আনন্দ ! বেঁচে আছি, শুধু এই কারণেই ।

রূপমতী মেনে নিতে পারেনা । তার মাকে খুন করে পার পেয়ে যাবে বনিথন , হলই বা তার সৎ-ভাই-- এই জিনিস হজম করা অসম্ভব । কিন্তু কিইবা করতে পারে সে, একাকিনী ? পুলিশ, ময়না-তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে । **কেস্ ক্লোজ্ড** । ওর কথা কেউ বিশ্বাসও করবে না । কে তার মাকে ড্রাগ্স্ দিলো আর কেউই বা তাকে জলে ডোবালো, কেউ সঠিক জানেনা । কিথ্ ; হয়ত ছেলেটাকে বাঁচাচ্ছে কারণ সিক্রেট ক্যামেরার হদিস্ কেউ পায়নি । জটিল ঘটনা । তাই রূপমতী দিশাহারা হয়ে, বিষণ্নতায় ডুবে যায় !

কিথ্কে দেখলেই মনে হতো-- সব জেনেও নিজের ছেলেকে বাঁচাতে চাইছে । হয়ত বলবে :: রূপ বি প্র্যাকটিক্যাল । আবেগে ভেসে সব কাজ হয়না । মা তো তোমার গেছেন । আর ফিরবেন না ঐ দুনিয়া থেকে । শুধু শুধু একটা ইনোসেন্ট , মাথা পাগলা, সৎ ভাইকে কেন ফাঁসিতে ঝোলাতে চাও ? তুমি তো জানো যে ও ঠিক আর পাঁচজনের মতন শান্ত ও ভদ্র নয় । আগে যে বাইকিদের সাথে মিশে গুন্ডামি করতো তা তো দেখেছো । পরে ওকে রি-হ্যাবে রেখে সুস্থ

করে তুলি । কাজেই ওকে আর জড়িয়ে দিও না । ওকে সুস্থভাবে বাঁচতে দাও ।

কিন্তু অন্যায় হল অন্যায়ই । এত বড় অধর্ম করে , সৎ মা হলেও মাতৃহত্যা করে পার পেয়ে যাবে বনিথন ?

বাবা সব জেনেও নিশ্চুপ ? অতিরিক্ত স্নেহ মনে হয় । কিথ্ মন্টের পরিবারে, ছেলে কম জন্মায় । প্রতি জেনেরেশানে গাদা গাদা মেয়ে ! হয়ত তাই বংশ প্রদীপের শিখাকে উজ্জ্বল রাখতে বাবা বদ্ধপরিকর । কিন্তু রূপমতীর আর কী আছে ? মা মৃতা । বায়োলজিক্যাল বাবা নাগালের বাইরে । পালিত পিতা খুনীকে আড়াল করছেন- অন্যায় প্রশ্রয় দিয়ে , বনিথন এমনিতেই ওকে দেখতে পারেনা । আর মটু সিং এর চর্বি ঝরানোর কোনই ইচ্ছে নেই । ওর চর্বি ও মেদের স্তুপে চাপা পড়ে মরার চেয়ে, প্রেসকিপ্শান ড্রাগ্স্ এর ওভারডোজই শ্রেয় । নিজেরই পালিত পিতাকে মনে হয় ফেক্ আর ইথার দেশের মাটিকে মনে হয় বিষ । **চন্দন মনে হয় ভারতের মাটি ; যেখানে যাওয়া অসম্ভব ।**

প্যারামেডিক্স শেষ পর্যন্ত এসেওছিলো কিন্তু ওর করুণ চাউনি আর দূর্বল স্বরে : : **আমাকে যেতে দাও**

তোমরা ; কেন আটকাবার চেষ্টা করছো ? ওপাড়ে আমার মা আছে । আমি ওখানে গেলে ভালো থাকবো । ঐ তো মাকে দেখতে পাচ্ছি , আমার পায়ের কাছে বসে আছে ! তোমরা দেখতে পাচ্ছো না ? কালো পোশাক পরা আমার মা হাসছে । আমাকে দুই হাত তুলে কোলে নিতে ডাকছে ------!!!

****

আইনের খাতায়, একে ইউথেনেশিয়ার কেস্ বলে লেখা হয় । এই ইথার দেশে -সবেমাত্র ইউথেনেশিয়া লিগ্যাল হয়েছে । রূপমতীর কেস্টা, আসলে এক মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত রুগীর ঘটনা-- যে জীবিত থাকতে ইচ্ছুক নয় । লাইফ-স্টাইল বদলে ; এই ধরণের অবসাদ গ্রস্ত রুগীকে আবার সুস্থতায় ফিরিয়ে আনার যে নিয়ম চালু হয়েছে তা এর জন্য খাটবে না । কারণ এই মেয়েটি এই জগতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে । কেবল ফিজিক্যালি বেঁচে আছে । তাই ওকে মুক্তি দেওয়া হল মানবতার খাতিরে । বাকিটা বিচার করবেন অদেখা সেই শক্তি ! যার খেয়ালি মনের কারণে একবার অনু-পরমাণু জড়ো হয়ে কসমস্ তৈরি হচ্ছে আবার এক্সপ্লোড করে ধবংস ডেকে আনছে ।

তাই ডেথ্ সার্টিফিকেটে সই করার আগে তিনিই সব দেখে নেবেন । বিচারক হিসেবে । মানুষের এতে আর কিছু বলার নেই । কারণ আমাদের ক্ষুদ্র মগজের বাইরে বসবে এই বিচার সভা ।

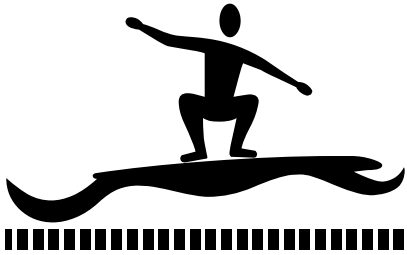

মটু সিং এর, একটা সত্যি সত্যি ভালো নাম আছে । তা হল **দলবীর সিং বলিউড** । এটা ওর নিজস্ব নাম । পারিবারিক-এর সাথে, নিজের জোড়া নাম । কারণ ভারত কোথায় আর সেখানে কে থাকে এসব না জানলেও, লোকে বলিউড বললে সাথে সাথে চেনে ।

রাশিয়ায় নার্গিস- রাজকাপুর , দিলীপ কুমারের হলিউড এ গিয়ে অভিনয়ের প্রস্তাব আর মধুবালার ফটোশুট্ করানো ; আমাদের মিস্ ইউনিভার্স ইত্যাদির অনেক আগেই হয়েছে । তাই লোকে চেনে এক ডাকে । মধ্যপ্রাচ্য , পাকিস্তান , বাংলাদেশ , এমনকি সুদূর ইউরোপে বলিউড দেখে লোকে । জাপানে খুব জনপ্রিয় এক নায়ক । যদিও দক্ষিণী ; তবুও উনি বলিউডের নায়কও । **তালৈভা রজনীকান্ত্ ।**

সেই কারণেই নিজের নামের সাথে বলিউড জুড়ে দিয়েছে মটু সিং । যাতে লোকে দেখলেই চিনে যায় ।

রূপমতীর মৃত্যু, মটু সিং-কে দিয়েছে বেজায় ধাক্কা ! নাওয়া খাওয়া বন্ধ তার । কেবল কেঁদে চলেছে । কখনো হাউ হাউ করে তো কখনো বা ফুঁপিয়ে । নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট-এ গিয়ে, খোলা প্রেম-পত্র লিখেছে রূপমতীকে ! সবাই পড়ছে । অনেক সাধুবাদ পেয়েছে । অচেনা লোকেরা, ওর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে । যাতে মনে শান্তি ফিরে আসে ওর ।

ইত্যাদি । টুইটারে ; ওদের ছবি দেখে লোকে স্প্রেড্ করছে ফটোগুলো । কেউবা ফটোশপে টাচ্ দিয়ে ওকে সেগুলো ফেরৎ পাঠাচ্ছে । বলছে , এই দেখো তোমার

রূপ এখনও বহাল তবিয়তেই আছে !! রূপবতী রূপ বা রু !

রূপমতীকে পাগড়ি পরতে বলে মটু । অনেক মহিলারা আজকাল পাগড়ি পরে । সেই জন্য রূপকেও পাগড়ি পরতে বলে ওর হবু বর মানে মটু তো নিজেকে সেইভাবেই দেখে এসেছে তাই । রূপমতীও পরতে শুরু করে । দেখতে ভালো লাগে । আর মনে হয় কেবল সরু গোঁফটা নেই । উড়ে গেছে বাতাসে ।

মারা যাবার পরেও, ওকে পাগড়ি সমেৎ দাহ করা হয় । আর পরানো হয় চোল রাজাদের সময়কার গহনা যা আজও সমান জনপ্রিয় , দক্ষিণী সমাজে । টেম্‌পেল জুয়েলারি নামে লোকপ্রিয় এইসব গহনা ; আসলে দেব দেবীদের পরানো হতো । এখন সেই ডিজাইনে অন্যরাও পরে । নর্তকীরা পরে নিজেদের আভিজাত্য বাড়ানোর জন্য । বিভিন্ন দেবদেবীর ছোট মূর্তি, নানান শুভ চিহ্ন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি এইসব গহনা অত্যন্ত ভারী আর মূল্যবান । তবে মটুর আর পাতানো বাবা , কিথ্‌ মন্টের তো পয়সার অভাব নেই । তাই রূপমতীর শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী এরকম করা হয় ।

বহুমূল্য পাথর -- হীরা, চুণী , পান্না , পোখরাজ,সেমি প্রেসাস্‌ স্টোন , মুক্তো কী নেই ? সোনা আর প্ল্যাটিনামের ওপরে অপরূপ কারুকার্য !

মন্দিরের নক্সা আর হাতী(মন্দিরে হাতী থাকে) ও গণেশের মূর্তি- লকেট হিসেবে ব্যবহৃত । এই গয়না পরা একধরণের আভিজাত্যই শুধু নয় ; মৃতদেহ ব্যাতীত বধূ ও নবজাতকের দেহও চিত্রিত করে । যেন ডিভাইন সিগনেচার্ করা ,শবের বুকে ।

কফিনে শায়িতা রূপমতী । কফিনটা, সোজা ঢুকে গেলো চুল্হার মধ্যে । তারপর বাইরে থেকে দেখা গেলো, লক্লক্-এ জিহ্বা বার করা বহ্নিশিখার নাচ ! গনগনে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে রূপমতীর পার্থিব শরীর ! নীরব ঘরে ; শুধু একটাই ধ্বনি ! স্বহা স্বহা ----!!!

মটু সিং কী ভুলতে পারবে রূপমতীকে? কোনোদিন ?

পাগড়ি পরা রূপ ? ওকে মটু ডাকতো ,রূপন বলে ।

পরজন্মে দেখা হলেও, চিনতে পারবে কী ?

রূপন ; সেক্সটা অত পছন্দ করতো না । বলতো :: প্রবাসে, লোকে এত ফিজিক্যাল তো -এরপরে দেখবে বিবর্তনের কারণে ওদের সেক্স অর্গ্যানগুলো পর্যন্ত ওরা ইউজ অ্যান্ড থ্রো করে ফেলেছে ।

****

রূপমতীর আত্মহত্যার পরে জানা যায় যে ওর সৎ ভাই তৃতীয়াকে খুন করেনি । আসলে ওকে মানে তৃতীয়াকে- মৃত্যুর পরে, ডারউইন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় । এই প্রাইজ পায় আজব উপায়ে মৃত মানুষেরা ।

তারা **Idiot**, এইভাবে নিজেদের জীবন দিয়ে পুরস্কারের উপযুক্ত হয়ে ওঠে । আর প্রাইজ কমিটির প্রভাবে তৃতীয়ার কেস্‌টা, এই জিনিসটা লোক সমক্ষে চলে আসে ।

Information :: Wikipedia…

The Darwin Awards are a tongue-in-cheek honor, originating in Usenet newsgroup discussions around 1985. They recognize individuals who have supposedly contributed to human evolution by selecting themselves out of the gene pool via death or sterilization by their own actions.

The project became more formalized with the creation of a website in 1993, and followed up by a series of books starting in 2000, authored by Wendy Northcutt. The criterion for the awards states, "In the spirit of Charles Darwin, the Darwin Awards commemorate individuals who protect our gene pool by making the ultimate sacrifice of their own lives. Darwin Award winners eliminate themselves in an extraordinarily idiotic manner, thereby improving our species' chances of long-term survival."

Accidental self-sterilization also qualifies; however, the site notes: "Of necessity, the award is usually bestowed posthumously." The candidate is disqualified, though, if "innocent bystanders", who might have contributed positively to the gene pool, are killed in the process.

এইক্ষেত্রে শ্বেতা রমণী ত্রি-কে মেরেছে মেশিন। কোনো মানুষ নয় বরং একটি যন্ত্রদানব এর জন্য দায়ী । এক ক্রেজি আবিষ্কারক ; একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে - মানুষকে আত্মহত্যা করতে সাহায্য করার জন্য । এর নাম দেওয়া হয়েছে **লুজিং মাই প্রোটন** । এই যন্ত্র দিয়ে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ও শ্বাস বন্ধ হয়ে পরপাড়ে পাড়ি দেবে । কোনো কষ্ট হবেনা । কিছু বুঝে ওঠার আগে চলে যাবে সেই দেশে যেখানে পরম শান্তি । এই যন্ত্র আপাততঃ ধনীদের কব্জায় । পরে হয়ত সাধারণের কাছে চলে আসবে । ইউথেনেশিয়া করার জন্যই মূলত বার হয় । আর ---

ঠিক এরকমই এক যন্ত্রের পরীক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় রূপমতীর মা ; তৃতীয়া মন্টে । আসলে নিজের ব্যাপারে খুবই ইন্সিকিওর্ড ছিলো সে । গায়ের রং দুধ সাদা কিন্তু তা আসলে চর্মরোগ । নিজেকে, পরবাসের সমাজে টিপ্-টপ্ রাখতে অনেক পরিশ্রম করতো । এই বুঝি চর্বি জমে গেলো কিংবা এই বুঝি দাঁত পড়ে গেলো বা চুল পাত্লা হল । অথবা মুখে বলিরেখা ফুটে উঠলো । এইসব ব্যাপারগুলো তাকে ঠেলে দেয় আত্মহত্যার দিকে । নিজের আজব চেহারার জন্য লোকের ঠাট্টার পাত্রী হবার চেয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয় ।

একটা ডিফর্মড্ দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয়না । তাই মনের গতিপ্রকৃতি বুঝে ও মেনে এই নব যন্ত্র কিনে ফেলে- অনলাইন অর্ডার দিয়ে । কেউ ঘুণাক্ষরেও জানবে না । মেয়ে রূপমতী আলাদা থাকে । ট্যাক্স নিয়ে কাজ করে । ট্যাক্স প্র্যাক্টিশ করে । সাধারণ ডিপ্লোমা অর্জন করে কাজ নিয়েই আছে । আর কিথ্ তো খুব ব্যস্ত । ধনী লোক । ধনসম্পদ রাখার জন্যেও পরিশ্রম করতে হয় । বুদ্ধি লাগে । নাহলে তো কুবেরের ধনও একদিন শেষ হয়ে যাবে ! নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকা এই নারী যেমন ফার্ম হাউজে ফার্মিং নিয়ে মশগুল থাকতো সেরকম অবসরে তাকে ঘিরে ধরতো মনগড়া সব উদ্ভট সম্ভাবনার কথামালা । যদি হঠাৎ দাঁত পড়ে যায় কিংবা দেহের ওজন বেড়ে যায় । যদি মধুমেহ দেখা দেয় কিংবা পা পিছলে পড়ে গিয়ে মেরুদন্ড বেঁকে যায় ইত্যাদি । হাতে যথেষ্ট অর্থ থাকায় এইসব এলোপাথারি চিন্তার অর্থ বার করে করে ভয়ে জুজু হয়ে থাকা ত্রি, ঐ মেশিন কিনেই ফেলে । যা নিমেষেই অক্সিজেন লেভেল কমিয়ে অজ্ঞান করে দেয় আর মানুষ তারপরেই হুট্ করে মরে যায় । কোনো কষ্ট নেই ,ভাবনা নেই , ভোগ নেই । ঝট্পট্ মেশিনে ঢোকো আর মারা যাও । কিন্তু এই ঘটনা চেপে দেওয়া হয় । তার কারণ ঐ সুইসাইড মেশিনের কথা কেউ

জানেনা তেমন । এই মেশিন সমাজে ভালো করবে না মন্দ তাই নিয়ে আবিস্কর্তাদের মধ্যে বিরোধ আছে । সম্ভবতঃ বেছে নিয়ে কিছু মানুষকেই এটা দেওয়া হবে । তাই মৃত্যু জলে ডুবে হয়েছে বলেই প্রচার করা হয় ।

আসলে জলে ডুবে মরণ হওয়াটা হয়ত সত্যিই । কিথ্ মন্টের কাছে, অনেকের মতন ফেক্ স্নো তৈরি করার জন্য স্নো গান্ ছিলো । অতিরিক্ত বরফ , বেশিদিনের জন্য বরফ-- ইত্যাদির জন্য স্নো গান্ ব্যবহৃত হয় ।

এই গান্ দিয়েই, প্রাকৃতিক বরফের মতন সাদা ও ক্ষেত্র বিশেষে রঙীন বরফ তৈরি হয় । ত্রিয়ের এই বরফ বন্দুকের দিকে একটা নেশা ছিলো । যখন তখন বরফ বানিয়ে সে তার মধ্যে খেলতো । ফার্ম হাউজের সুবিশাল ময়দানে । শেষবারের মতন এই খেলা খেলতে হল কারণ অতিরিক্ত বরফ হয়ে যাওয়ায় আর সুইসাইড মেশিন নিয়ে মোহিত থাকায় সে খেয়ালই করেনি যে বরফের পরিমান অনেক অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে !! পরে রোদ উঠলে সেই জলের নিচে চাপা পড়ে মারা যায়

ত্রি । হয়ত ততক্ষণে অক্সিজেন কমতির জন্য তার দেহলতা নুয়ে পড়েছে একধারে ।

মেশিনের পরীক্ষা নিতে কিন্তু কোম্পানি বলেনি । ওটা পরীক্ষিত মেশিন । কিন্তু বর্তমান সমাজে, লোকে সহজে কিছু বিশ্বাস করেনা । আর ত্রির মতন ইন্সিকিউরিটিতে ভোগা একজন মহিলার হয়ত মনে হবে-- ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে, ওকে বাজে কোনো মেশিন গছিয়ে দিয়েছে । কারণ ও বিদেশিনী । শ্বেতির জন্য ওকে এত্তো সাদা লাগে । আসলে ও বাদামী । দিনক্ষণ স্থির করে আত্মহত্যা করতে যাবার সময় যদি যন্ত্র বিগড়ে যায় তাহলে চূড়ান্ত অস্বাভাবিক হয়ে যাবে সবকিছু ! মনও মরে যাবে তখন । তাই হয়ত আগে থেকে পরীক্ষা করে নেওয়াটাই তার সহজ মনে হয় । কিন্তু ভেবেছিলো সময় মতন বন্ধ করে দেবে সুইচ্ ! বাস্তবে সেরকম কিছু হলনা । আগেই ঢলে পড়ে তার সংজ্ঞাহীন দেহ ।

এদিকে চূড়ান্ত আশাবাদী-- মটু সিং । চর্বির জন্য তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া রূপন -হয়ত পরবর্ত্তী জীবনে, পরীর দেশে ওকে গ্রহণ করবে বলে বসেই আছে । কারণ সেই দেশে যেতে হলে নিজেকে হাল্কা করতে হয় । দেহ হয় বায়বীয় আর বিজলীর ঝিলিকে ভরা । দেহ

কমানো , বাড়ানো ও ফোলানো, চুপসানো সহজ । তাই তরলের মতন শরীর নিয়ে খেলা করা- পরীর জগতে, ওর জন্যেই বসে থাকবে রূপমতী । বাড়তি মেদ ব্যাতীত আর সবকিছুই তো ওর মনোমতই ছিলো । সবই তো আগেই জরিপ করে দেখেছে ।

আর তৃতীয়া ; যে নিজের সন্তানের জন্ম দেবে বলেই বিদেশে আসে, **মাতৃদুগ্ধের ওপরে সন্তানের অধিকারের জন্য** লড়াই করা কিথ্ মন্টেকে সমর্থন করে- সংগ্রামে একটি শীলমোহর লাগানোর জন্য অনাবাসী হয় , সেই ত্রি- পঞ্চভূতেই বিলীন হয়ে যায় । আশ্চর্য তাই না ?

মানব জীবনের অত্যাধুনিকতা---- আর খামখেয়ালিপণার লহরীতে ডুবে তৃতীয়া শুন্যে মেলে । আজ সে শুধুই মধু জোছনা , চাঁদনী রাত কিংবা আঁজলা ভরা কুঁড়ি ও আতর ।।।

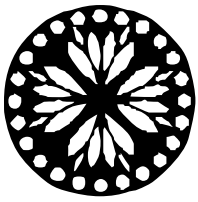

"Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself."

— **Jalaluddin Mawlana Rumi ------**

THE END